ভোরের কাগজ

তারিখ ... পৃষ্ঠা ... কলাম ...

ঢা.বি উপাচার্যকে এবার 'সাদা শিক্ষকদের' হুমকি

পদত্যাগের জন্য চাপ, বৈঠক ডাকতে মানা ❑ ভিসি হওয়ার তদবিরে নেমেছেন ওয়াকিল-ফায়েজ

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যকে পদত্যাগে বাধ্য করতে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিএনপি-জামাতপন্থী শিক্ষকরা গত শনিবার উপাচার্য অধ্যাপক এ কে আজাদ চৌধুরীকে হুমকি-ধামকি দিয়েছেন। উপাচার্যের সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রায় ৫০ জন বিএনপি-জামাতপন্থী শিক্ষক দেখা করে বলেছেন, 'আপনি আর যে কয়েকদিন আছেন তার মধ্যে রুটিন কাজের বাইরে কিছু করতে পারবেন না।' শিক্ষকরা উপাচার্যকে বলেছেন, 'আপনি আগামীতে সিন্ডিকেট এবং একাডেমিক কমিটির কোনো বৈঠক ডাকতে পারবেন না।'

সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা যায়, সারা দেশের পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে দলীয় লোক বসানোর অংশ হিসেবে বিএনপি'র হাইকমান্ডের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বিএনপি-জামাতপন্থী শিক্ষকগণ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যকে পদত্যাগে বাধ্য করতে এখন ডাইরেক্ট অ্যাকশনে নেমেছেন।

জানা যায়, গত শনিবার বিএনপি-জামাতপন্থী শিক্ষকরা নিজেদের মধ্যে সভা করে উপাচার্যকে অপসারণের কৌশল নিয়ে আলোচনা করেন। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী শিক্ষকরা সভা অনুষ্ঠানের পর পরই উপাচার্যের বাসভবনে যান এবং কড়া ভাষায় তাকে ঐসব কথা বলেন।

অধ্যাপক ওয়াকিল আহমদ, এস এম এ ফায়েজ, মাহমুদুল আমিন, খলিলুর রহমান, জিয়াউস শামস, জেড এম তাহমিদা বেগমসহ প্রায় অর্ধশতাধিক শিক্ষক এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

এদের মধ্যে অধ্যাপক ওয়াকিল আহমদ এবং এস এম এ ফায়েজ উপাচার্যের পদ লাভের [illegible] মণ্ডলের সঙ্গে যোগাযোগ

● এরপর-পৃষ্ঠা ২ কলাম ৪

ঢা. বি উপাচার্যকে এবার 'সাদা শিক্ষকদের'

● প্রথম পাতার পর

চালাচ্ছেন বলে সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়।

বিএনপি-জামাতপন্থী শিক্ষকরা উপাচার্যকে জানান, ৫ নভেম্বর সিন্ডিকেট, ১০ নভেম্বর বোর্ড অফ এডভান্স ১২ নভেম্বর একাডেমিক কাউন্সিলের বৈঠক রয়েছে এটা আপনাকে স্মরণ রাখতে হবে। শিক্ষকরা আরো বলেন, আপনি আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে নিয়োগ পেয়ে দলীয়করণ করেছেন। এখন বিএনপি সরকার ক্ষমতায়। তাই যা করবেন রুটিন ওয়ার্কের বাইরে নয়। পরবর্তীতে যিনি ভিসি হবেন তিনি সিন্ডিকেট এবং একাডেমিক কার্যক্রমসহ অন্যান্য কাজ করবেন। সাদা দলের শিক্ষকরা বলেন, বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনায় আপনার বৈধ অধিকার রয়েছে কিন্তু নৈতিক অধিকার নেই।

এদিকে সাদা দলের শিক্ষকগণের উপাচার্যকে অপসারণের চেষ্টাকে অগণতান্ত্রিক অভিহিত করে বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩৮ জন সিনেটর বলেছেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় একটি স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান এবং '৭৩-এর গণতান্ত্রিক অধ্যাদেশ অনুযায়ী পরিচালিত। এর উপাচার্য এই অধ্যাদেশের আওতায় বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ সংস্থা সিনেট কর্তৃক একটি প্যানেলের মাধ্যমে নির্বাচিত ও চ্যান্সেলর কর্তৃক নির্দিষ্ট টার্মের জন্য নিযুক্ত হন। '৭৩-এর গণতান্ত্রিক অধ্যাদেশের কোথাও নির্বাচিত উপাচার্যকে পদত্যাগে বাধ্য করা বা অপসারণের কোনো বিধান নেই। বিবৃতিতে সিনেটরগণ অগণতান্ত্রিকভাবে বর্তমান নির্বাচিত উপাচার্যকে অপসারণ বা পদত্যাগে বাধ্য করানোর সব ধরনের প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করে বলেন, আমরা '৭৩-এর গণতান্ত্রিক অধ্যাদেশ কোনো মূল্যে সমুন্নত রাখার অঙ্গীকার করছি। বিবৃতিদানকারীগণ হলেন, ড. আ. আ. মো. সা আরেফিন সিদ্দিক, ড. সৈয়দ গিয়াসউদ্দিন আহমেদ, ড. আমিনুর রশিদ, ড. সুলতানা শফি প্রমুখ।

এদিকে উপাচার্য অধ্যাপক আজাদ চৌধুরী গতকাল সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে বলেন, সরকার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে উপাচার্য পরিবর্তনের সংস্কৃতি গণতন্ত্রের ভিত্তিকে দুর্বল করবে। গণতন্ত্রের চর্চা জাতীয় সংসদ থেকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সব প্রতিষ্ঠানেই হওয়া উচিত। এই ধরনের সংস্কৃতি বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বায়ত্তশাসনকে বাধাগ্রস্ত করবে। তবে তার মানে এই নয় যে, আমি ক্ষমতা আঁকড়ে থাকতে চাচ্ছি।

এদিকে দলনিরপেক্ষ শিক্ষকরা বলছেন, বর্তমান সরকার জাতীয় সংসদসহ সর্বত্র গণতন্ত্র চর্চার ঘোষণা দিলেও বিভিন্ন ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠানে যদি এভাবে গণতন্ত্রের চর্চা বাধাগ্রস্ত হয় তাহলে সেটা দুঃখজনক।

এদিকে গত শনিবারের সাদা দলের শিক্ষকদের উপাচার্যের সঙ্গে সাক্ষাৎ এবং এ সংক্রান্ত আলাপ সম্পর্কে সাদা দলের অনেক সিনিয়র শিক্ষক অবহিত নয় বলে জানা যায়। সাদা দলের সিনিয়র এবং প্রভাবশালী শিক্ষক অধ্যাপক আবুল কালাম মনজুর মোর্শেদসহ বেশ কজন সাদা দলের শিক্ষকের কাছে শনিবারের বিষয়টি সম্পর্কে জানতে চাইলে তারা এ ব্যাপারে কিছুই জানেন না বলে বিস্ময় প্রকাশ করেন।

সাদা দলের শিক্ষক অধ্যাপক ওয়াকিল আহমেদকে উপাচার্যের সঙ্গে সাক্ষাতের প্রসঙ্গে কিছু বলতে বলা হলে তিনি বলেন, এ বিষয়ে আমরা প্রেসকে কিছু বলবোনা। তবে তিনি বলেন, আমরা উপাচার্যকে পদত্যাগ করার কথা বলিনি।

প্রসঙ্গত, বর্তমান উপাচার্য আজাদ চৌধুরী ১৯৯৬ সালে উপাচার্য নির্বাচিত হওয়ার পর ২০০০ সালে আবার দ্বিতীয় মেয়াদে সিনেট কর্তৃক বিপুল ভোটে ৪ বছরের জন্য নির্বাচিত হন।